নিউইয়র্কে আগামী ১০ থেকে ১৯ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘের **High Level Political Forum (HLPF)**-এ বাংলাদেশ সরকারের এসডিজি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত **Voluntary National Review (VNR)** প্রতিবেদন সম্পর্কে সুশীল সমাজের বক্তব্য

অসমতা নিরসনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে: দারিদ্র, অসমতা ও জলবায়ু পরিবর্তন পীড়িত দেশগুলোর লড়াইয়ে সহায়তার জন্য ধনী দেশগুলোকে অবশ্যই বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা স্বীকার করতে হবে

High Level Political Forum-এর আসন্ন সভাটিতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি পর্যালোচনা করা হবে। বিশ্বের আরও ৪৩টি দেশের মতো বাংলাদেশও তার জাতীয় পর্যালোচনা বা Voluntary National Review (VNR) উপস্থাপন করতে যাচ্ছে উক্ত সভায়। এজেন্ডা ২০৩০ বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, সাফল্য, সমস্যা, শিখন ইত্যাদি এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত আছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি'র ১৭ নাম্বার লক্ষ্যটিসহ মোট ৭টি লক্ষ্য নিয়ে এই পর্যালোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হবে। এই লক্ষ্যগুলো হলো: **লক্ষ্য ১:** সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্য নির্মূল করা, **লক্ষ্য ২:** ক্ষুধা মুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টির লক্ষ্য অর্জন ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা চালু, **লক্ষ্য ৩:** সবার জন্য সব বয়সে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করা, **লক্ষ্য ৫:** লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সব নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন করা, **লক্ষ্য ৯:** টেকসই শিল্পায়নকে উৎসাহিত করা, **লক্ষ্য ১৪:** মহাসাগর, সাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও সেগুলোর টেকসই ব্যবহার করা, **লক্ষ্য ১৭:** টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করা। ১৭ নাম্বার লক্ষ্যটি প্রতি বছরই পর্যালোচনা করা হবে।

বাংলাদেশ সরকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজিকে সমন্বিত করার জন্য বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং এর অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদনও তৈরি করেছে। এর মাধ্যমে উন্নয়ন নীতিতে এসডিজি অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে সরকারের ইতিবাচক অবস্থান ও প্রতিশ্রুতির পরিচয় পাওয়া যায়। এখন প্রয়োজন দারিদ্র ও অসমতা নিরসন এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে উন্নয়ন নীতি কৌশলে অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং এসডিজি বাস্তবায়নে এমন একটি নীতি কাঠামোর প্রয়োজন যেখানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ, স্থানীয় সরকার এবং সুশীল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত হতে পারে।

সরকার জাতীয় উন্নয়ন কৌশলে দরিদ্র এবং বিপন্ন জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে উন্নয়নের একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল ঘোষণা করেছে, এর মাধ্যমে সরকার এই প্রক্রিয়ায় সামগ্রিক সমাজভিত্তিক কৌশল এবং সকল অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশে এসডিজি'র কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা, পাশাপাশি এর বাস্তবায়নে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে এবং পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

এমডিজি বাস্তবায়নের প্রশংসনীয় অগ্রগতির পর, আমরা মনে করি এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হবে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মানবিক সহায়তা এবং উন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে পৃথিবী জুড়ে এক ধরনের সংকীর্ণ প্রবণতার (de-globalization of humanitarian and development responsibility") বেড়েই চলেছে, আর এ কারণে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। আমরা টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাহসী ও প্রশংসনীয় ভূমিকাকে সাধুবাদ জানাই। আমরা মনে করি, এসডিজি'র সুফল তৃণমূলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এর পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকার, স্থানীয় জনসাধারণ এবং সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ আবশ্যক।

> "মানবিক সহায়তা এবং উন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে পৃথিবী জুড়ে এক ধরনের সংকীর্ণ প্রবণতা ক্রমবর্ধমান, আর এ কারণে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কমে যাচ্ছে"

১. আঞ্চলিক বৈষম্য এবং অসমতাকে নিয়ে অগ্রাধিকারভাবে ভাবতে হবে

আমাদের নীতি কাঠামোকে "রপ্তানি নির্ভর প্রবৃদ্ধি" ভিত্তিক উন্নয়ন কৌশলের পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিতরণমূলক ন্যায্যতা বা 'distributive justice' নিশ্চিত করে আঞ্চলিক পর্যায়ে অসমতা নিরসনে উদ্যোগে হতে হবে। রাষ্ট্রকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, পানি, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি, কৃষি সম্প্রসারণের মতো খাতে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

কিন্তু আর্ন্তজাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন শর্ত পালন করতে গিয়ে এবং রপ্তানি প্রধান উন্নয়ন নীতির কারণে এসব জনগুরুত্বপূর্ণ খাতে সরকারের বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে। আমাদের দেশের জন্য পরোক্ষ কর বৈষম্যমূলক কর হিসেবে প্রমাণিত হলেও, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের সরকারকে ভ্যাটের মতো পরোক্ষ করের উপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। অন্য অনেক দেশকে এই একই প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় সম্পদ আহরণের জন্য একই ধরনের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানির কর ফাঁকি দেওয়ার ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে, আমাদের জাতীয় স্বার্থ দেখার বদলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) মতো প্রতিষ্ঠান এসব বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর জন্যই নানা কায়দায় ফায়দা নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তৎপর রয়েছে, অথচ স্বল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা বেমালুম ভুলে গেছে এই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করার

ক্ষেত্রে দেশগুলোর নীতি কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

২. আমাদের দেশ থেকে সম্পদ চুরির ঘৃণিত পথগুলো বন্ধ করতে হবে: অবৈধ অর্থ পাচার প্রতিরোধ করুন

এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর প্রচুর সম্পদ প্রয়োজন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে যে, এর জন্য প্রতি বছর বাংলাদেশের প্রয়োজন হবে ৭শত কোটি ডলার (প্রায় ৫৬ হাজার কোটি টাকা)। তাছাড়া বাংলাদেশ তার কর ও জিডিপি অনুপাত ১০ থেকে ১৮% বাড়ানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ ভ্যাটের মতো নিবর্তনমূলক কর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এখনও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ করের অনুপাত প্রায় ৫০:৫০, উন্নত দেশগুলোতে প্রত্যক্ষ করের হার অনেক বেশি। অবৈধ অর্থ পাচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম শীর্ষ দেশ, প্রতি বছর দেশটি থেকে প্রায় ১ থেকে ১.৫ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতি এই অর্থের অন্যতম উৎস। পাচারকৃত অর্থের বড় অংশই চলে যাচ্ছে কর স্বর্গ নামে পরিচিত বিভিন্ন উন্নত দেশে। সম্প্রতি এশিয়ার কিছু উদীয়মান অর্থনীতির দেশও বিভিন্ন দেশ থেকে অর্থ পাচারকে উৎসাহিত করছে, কর স্বর্গ তৈরি করছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাংক ও কর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার কোনও ব্যবস্থা না থাকলে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে পুঁজি পাচার বন্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা না থাকলে, বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কর ফাঁকি রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে, বাংলাদেশের মতো দেশের একার পক্ষে ব্যাপক আকার ধারণ করা অবৈধ অর্থ পাচার রোধ করা সম্ভব নয়। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে যেমন দুর্নীতি প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে, তেমনি প্রয়োজন জাতিসংঘ কর কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠান, যা আন্তর্জাতিক পার্যায়ে ব্যাংক এবং করের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক নীতিমালা, আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। অবৈধ অর্থ পাচার রোধ করা গেলে ধনী দেশগুলোকে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কোনও আর্থিক সহায়তা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ১ ডলার সহায়তা দেওয়ার বিনিময়ে ধনী দেশগুলো ৯ ডলারের পুঁজি তাদের দেশে নিয়ে যায়!

৩. অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং গণমানুষের সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে: জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় এ সংক্রান্ত প্যারিস চুক্তি আশা জাগালেও, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র এ থেকে বের হয়ে যাওয়ায় এক ধরনের অনিশ্চয়তা

> “রাষ্ট্রকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, পানি, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি, কৃষি সম্প্রসারণের মতো খাতে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন শর্ত পালন করতে গিয়ে এবং রপ্তানি প্রধান উন্নয়ন নীতির কারণে এসব জনগুরুত্বপূর্ণ খাতে সরকারের বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে।”

> “অবৈধ অর্থ পাচার রোধ করা গেলে ধনী দেশগুলোকে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কোনও আর্থিক সহায়তা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ১ ডলার সহায়তা দেওয়ার বিনিময়ে ধনী দেশগুলো ৯ ডলারের পুঁজি তাদের দেশে নিয়ে যায়!”

তৈরি হয়েছে। আমরা অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে ট্রাম্প প্রশাসনের চেয়ে ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করি, কারণ ইতিমধ্যেই দেশটির অনেক প্রদেশ এবং জনগণ কার্বন নিঃসরণের বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের চেয়ে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। প্যারিস চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বেরিয়ে যাওয়া এবং জাতিসংঘে উপস্থাপিত বিভিন্ন দেশের কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা (Intended Nationally Determined Commitment) বিশ্লেষণ করে আশংকা করা হয় যে, পৃথিবীর তাপমাত্রা আরও বাড়বে এবং এই গ্রহের তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার হয়ে যাবে ৩ ডিগ্রি বা তারও বেশি।

আশংকা করা হচ্ছে যে, জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রেও বড় ধরনের ধ্বস নামবে। বাংলাদেশে এখনই ক্রবর্ধমান হারে ঘুর্ণঝড়, বন্যা, উপকূলীয় ভূমি হ্রাস, নদী ভাঙ্গন, লবণ পানির প্রবেশ ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাতে জর্জরিত। আঞ্চলিক নদী থেকে প্রতিবেশী দেশের পানি প্রত্যাহার এই সংকটকে আরও তীব্রতর করে তুলছে। এই ধরনের সংকটকে প্রশমিত করতে পারে বেড়িবাধের মতো অবকাঠামো। বেড়িবাধ উপকূলীয় এলাকার মানুষ ও ভূমি রক্ষা করতে পারে। শহর এলাকার পানি ও নিষ্কাষন সুবিধার অবকাঠামো, বস্তিবাসিদের জন্য গৃহায়ণ জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের জন্য স্বস্তির কারণ হতে পারে। শহর এলাকার অবকাঠামোগুলো খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ আগামীতে জলবায়ু বাস্তুচ্যুতের সংখ্যা দ্বিগুণ হবে এবং এই মানুষের স্রোত বিভিন্ন বড় শহরে এসে আশ্রয় নেবে। কিন্তু আমাদের নেতৃবৃন্দ শুধু সেই সব অবকাঠামোর প্রতিই আগ্রহী যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু এখনই সময় আমাদের মানুষদেরকে রক্ষা করা এবং দেশটিকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সক্ষম করতে পারে এমন অবকাঠামো তৈরির পরিকল্পনা নেওয়ার।

৪. বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের নিষ্পাপ শিকার: জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বাধ্যবাধকতা রয়েছে

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশকে শীর্ষ স্থানে রাখা হয়েছে, অথচ কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশের ভূমিকা খুবই নগণ্য। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব দেশটিতে ইতিমধ্যে সুস্পষ্ট, আগের অনুচ্ছেদে এই বিষয়ে একটি বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। ধীর-চলমান ও আকস্মিক নানা দুর্যোগসহ প্রাকৃতিক বিভিন্ন দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশ প্রতি বছর তার জিডিপি'র ২ থেকে ২.৫% হারায়। বন্যার কারণে দেশটির খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্য বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত হচ্ছে। নদী ভাঙ্গনের ফলে ভূমি কমতে থাকা, লবণাক্ততার প্রকোপ বৃদ্ধি, প্রতিবেশি দেশ কর্তৃক পানি প্রত্যাহারের কারণে উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ এই সংকট আরও ঘনীভূত হচ্ছে। আশংকা করা হচ্ছে যে, বাংলাদেশের

> “জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশকে শীর্ষ স্থানে রাখা হয়েছে, অথচ কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশের ভূমিকা খুবই নগণ্য। প্রাকৃতিক বিভিন্ন দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশ প্রতি বছর তার জিডিপি’র ২ থেকে ২.৫% হারায়। বন্যার কারণে দেশটির খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্য বাস্তবায়নন দীর্ঘায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ এলাকা, উপকূলীয় ২৪টি জেলা পানির নিচে তলিয়ে যাবে, এবং এতে করে ৩ কোটি মানুষ জলবায়ু বাস্তুচ্যুতির শিকার হবে”

এক তৃতীয়াংশ এলাকা, তথা উপকূলীয় ২৪টি জেলা পানির নিচে তলিয়ে যাবে, এবং এতে করে ৩ কোটি মানুষ জলবায়ু বাস্তুচ্যুতির শিকার হবে। উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি এবং দ্রুত নগরায়নের কারণে আগামী ২০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে এসব এলাকার বেশির ভাগ মানুষই শহর এলাকায় এসে বসত গড়বে। বাংলাদেশ এখনই বিশ্বে অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, যেখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ১১০০ লোক বাস করে, এই শতকের শেষে এই সংখ্যা ২০০০ হয়ে যেতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ভারতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করে ৩২৫ থেকে ৩৫০ জন, আফ্রিকায় গড়ে এই সংখ্যা ২২৫ থেকে ৫০০ জন। জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি ইতিমধ্যে সীমান্ত এলাকায় প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। যেহেতু ধনী দেশগুলো উচ্চ মাত্রার কার্বন উদগীরণের জন্য দায়ী, তাই এই দেশগুলোকে বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সক্ষম করে তুলতে সহায়তা করতে হবে এবং দেশটির জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের দায়িত্ব নিতে হবে।

৫. গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তিশালীকরণ এসডিজি বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি

গণতন্ত্র এবং উন্নয়নকে একসঙ্গে চলতে হবে, কোনটা আগে আসবে বা কোনটা পরে এই ধরনের কোনও প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ আসলে নেই। ইতিহাস এবং বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, শক্তিশালী অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র ছাড়া উন্নয়ন টেকসই হয় না এবং সমাজে শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আর এ কারণেই এসডিজি বাস্তবায়নের কৌশল পরিকল্পনায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার জন্য, অংশগ্রহণমূলক সুশাসনের পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে সকল ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের কার্যকর অংশগ্রহণ প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি।

অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

অর্পন, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, বাংলাদেশ কিষাণী সভা, বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ এনজিও নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনিকেশন, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ, কোস্টাল লাইভলিহুড এন্ড ইকোলজিক্যাল এ্যাকশন নেটওয়ার্ক, কোস্ট ট্রাস্ট, ডাক দিয়ে যাই, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, ইক্যুইটিবিডি বাংলাদেশ, গ্লোবাল কল ফর এ্যাকশন এগেইনস্ট পোভার্টি, জাতীয় শ্রমিক জোট, নোয়াখালী রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, অনলাইন নলেজ সোসাইটি, পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এ্যাকশন নেটওয়ার্ক, সংগ্রাম, সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট অবসারভার, এসডিজি ওয়াচ বাংলাদেশ, সুপ্র, উদ্দীপন, ভয়েস অব সাউথ

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ: reza.coast@gmail.com, awalbd@gmail.com

কোস্ট ট্রাস্ট/ইক্যুইটিবিডি
বাড়ি ১৩, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা -১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৫৮১৫০০৮২, ৯১১৮৪৩৫

www.equitybd.net, www.nrdsbd.org, www.supro.org, www.coastbd.net